নারীর নির্ব্বাচনাধিকার।

যে দেশ নারীকে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, সে দেশ স্বাধীনতার বিমলানন্দ কখনও সম্ভোগ করে না। ইতিহাসের ইহাই শিক্ষা।

বহু বঙ্গনারী শিক্ষিত হইয়াছেন, বহু বঙ্গনারী তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত। অথচ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে তাঁহাদের কোন অধিকার নাই।

ব্যবস্থাপক সভা ইচ্ছা করিলেই নারীদিগকে নির্ব্বাচনাধিকার প্রদান করিতে পারেন। বঙ্গীয় নারী সমাজ ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের নিকট এই নিবেদন করিতেছেন যে, তাঁহারা নারী-দিগকে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবেন না।

বঙ্গীয় নারীগণ নির্ব্বাচনাধিকার চাহিতেছেন। তাঁহারা একপক্ষকাল মধ্যে নানাস্থানে সভা করিয়া আপনাদের ইচ্ছা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন। বঙ্গের যে যে স্থানে নারীগণ নির্ব্বাচনাধিকার পাইবার জন্য সভা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা হইল। ব্যবস্থাপক

সভার সভ্যগণ নারীদের আশা পূর্ণ করিয়া জন্মভূমির মঙ্গল সাধন করিবেন, ইহাই আমাদের নিবেদন।

গত ২৩এ আগষ্ট সোমবার কলেজ স্কোয়ার থিওজফিকেল হলে নারীর নির্ব্বাচনাধিকার সম্বন্ধে যে সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় যে বক্তৃতা করেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

প্রস্তাবটী আমার হাতে যা দেওয়া হয়েছে সেটী এই :—

This meeting of the citizens of Calcutta call upon the members of the Bengal Legislative Council to pass the resolution of woman franchise that has been proposed to be brought in this session of the Council and give early effect to it.

এ প্রস্তাবের বাঙ্গলা করবার কিছু প্রয়োজন আছে কি? (আছে, আছে) তা হ'লে বলি—এই সভায়, কলিকাতার অধিবাসীদিগের এই সভায় বাঙ্গলার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের এই অনুরোধ করিছি যে মহিলাদের ভোট পাবার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইবে বলিয়া শোনা যাচ্ছে সে প্রস্তাব তাঁহারা গ্রহণ করুন এবং অনতিবিলম্বে সে প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার উপায় বিধান করুন।

এখানে একটা কথা প্রথমে আমাকে বলতে হয় যে এই প্রস্তাবটী হচ্ছে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের অনুরোধ করা। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের অনুরোধ করতে গেলে ব্যবস্থাপক সভার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতান হয়। প্রথম প্রশ্নটী তাই। গেল বছরে যখন এই কলিকাতা সহরে কংগ্রেস বসে তখন কংগ্রেস এই নির্দ্ধারণ করেন যে আমরা এই ব্যবস্থাপক সভার কোন সংশ্রবে থাকিব না। যাঁরা যবনিকার অন্তরালে ছিলেন না তাঁরা বোধ হয় একথা জানেন না যে এই নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বাংলা দেশে যার রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আলোচনা একটু বেশী রকম করেছে তাদের মধ্যে সকলেই এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন এবং কেবল কংগ্রেসের মুখ রক্ষা করিবার জন্য তাঁরা আপাততঃ এটা স্বীকার করেন যে এবছর আমরা ব্যবস্থাপক সভায় যাব না। যাঁরা এই কারণে এই সংকল্প করেন তাঁরা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এই সংকল্প করেছেন। আমি আমাদের নেতৃবর্গদিগের কারো কারো কথা জানি যাঁরা এতটা বলেছেন যে কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ দুইটা—ওকালতী বা আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করা আর ব্যবস্থাপক সভায় না যাওয়া তখন কেউ কেউ বলেন ব্যবস্থাপক সভায় যেতে দেও আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করব। অনেকের ব্যবস্থাপক সভায় যাওয়াই মত ছিল। বাস্তবিক কংগ্রেসের সমী-

চীনতা স্বীকার ক'রে আমরা যে প্রস্তাবটী গ্রহণ করেছিলাম তাহা নহে, অধিকাংশের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্যই তাঁরা ব্যবস্থাপক সভায় যান নি। যারা একটু নিরপেক্ষ ভাবে এ কয় মাস ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যাকার্য্য বিচার আলোচনা করবেন তাঁরা দেখতে পারেন যে আমাদের ঐ নীতি সার্থক হয় নাই, সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। (একজন শ্রোতা—না না), আমরা অমৃতসরের কংগ্রেসে যে নির্দ্ধারণ গ্রহণ করেছিলাম সে নির্দ্ধারণ যদি আমরা কলিকাতা কংগ্রেসে উল্টাইয়া না দিতাম অর্থাৎ অমৃতসর কংগ্রেসে এই নির্দ্ধারণ হইয়াছিল যে we shall work the reform so far as may be for the early establshment of complete Swaraj in India. —Work the reform so far as may be for the early establishment of full or comlete Swaraj in India. তা করা গেলে আমাদিগকে এই নূতন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থাপক সভার যে আইন সেই আইন অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় যাওয়া প্রয়োজন হত, কেন না বাহিরে থাকিয়া এই শাসন সংস্কার করা যায় না। যাহাতে সত্বর স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হয় এই আদর্শ—অন্য কোন আদর্শ নহে। দেশের শাসন যাতে একটু কোমল হয় তার জন্য নয় যাতে প্রাথমিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হয় তার জন্য নয়—

যাতে প্রজার সুখ বৃদ্ধি হয়, যাতে আমরা আরামে আর একটু বেশ ঘুমিয়ে পড়তে পারি তার জন্য নং—কিন্তু যাতে অনতিবিলম্বে যথা সম্ভবরূপে এই আইন এমনভাবে চালাতে পারা যায় যে ভাবে চালালে পরে আমাদের সম্পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়; এই ভাবেতে এই সংস্কার আইন আমরা চালাব, অমৃতসরে এই সংকল্প ছিল। এই ভাবে চালাতে গেলে আমাদের মধ্যে যারা শক্তি-শালী, যারা তেজস্বী, যারা স্বাধীনচেতা, যারা নির্লোভ, যারা নাম ব অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না এমন লোকের সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক আমরা যাই নাই, যে কারণেই হউক আমরা যাই নাই। যাঁরা যাননি তাঁরা এ কথা বলেছিলেন দেখাই যাক না, অনেক বিষয়েরই পরীক্ষা হয় এও একটা পরীক্ষা, দেখাই যাক। এখন বোধহয় পরীক্ষার সময় অতিবাহিত হয়েছে, এক বছর চলে গেছে—এক বৎসরে দেখতে পাই ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে মনীষী সভ্যেরা যদি দলবদ্ধ হ'য়ে যেতে পারতেন তা হলে গবর্ণমেণ্টকে যতটা কাবু হতে হত ততটা কাবু তাঁরা হন্‌নি।

আর একটা কথা—আমরা অনেক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কাছে যেতে বাধ্য হয়েছি। এই যে চান্দপুরের ব্যাপারটা হয়ে গেল, তাতে এই আমরা মন্ত্রীদের কাছে যেতে বাধ্য হয়েছি (একজন শ্রোতা বলেন—চান্দপুরের কথা কেন) আপনাদের

যদি কিছু বক্তব্য থাকে একটু সহিষ্ণুতা অবলম্বন করবেন—স্বরাজের জন্য। চান্দপুরে যে ব্যাপ রটা হয়ে গেল আমরা তারজন্য সরকারের কাছে যেতে বাধ্য হয়েছি। আমরা গবর্ণমেন্টকে বলেছি আপনারা টাকা দিয়ে কুলীদের বাড়ী পাঠিয়ে দিন সুতরাং একেবারে যে সরকারের কাছে যাবনা একথা বলা চলেনা। ১৫বৎসর পূর্ব্বে বাংলায় এমন কথা আমরা বলিনাই যে কখনও কোন বিষয়ে সরকারের কাছে যাবনা। যেখানে প্রজার স্বার্থে আঘাত পড়ে, যেখানে আত্ম-সম্মানের ব্যাঘাত হয় সেখানে যাবনা যেখানে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হয় সেখানে—যাব না,—যে ভাবে গেলে স্বার্থের কর্ত্তব্যের হানি হয় সে ভাবে যাবনা কিন্তু যদি আমার স্বরাজের সহায় হয় তবে যাব—একথা বাংলায় ছিল। সুতরাং এইযে নির্ব্বাচনাধিকার অর্থাৎ স্ত্রীলোক-দিগকে ভোটের অধিকার দেওয়া—এটা আমরা কি কংগ্রেসে এক প্রস্তাব পাশ করিয়া দিতে পারি, না বাংলার প্রাদেশিক সমিতির নির্দ্ধারণ দ্বারা দিতে পারি? ওটা হ'তে গেলে আইনটা বদলাতে হবে, আইন না বদলালে ওটা পাওয়া যাবেনা, আইন বদলাতে হ'লে যার হাতে আপাততঃ আইন রচনা ও বদলাবার অধিকার রয়েছে তার কাছে যেতেই হবে। উপনিবেশের তুল্য স্বায়ত্ত শাসন আমরা চাই। কথাটা সত্য না মিথ্যা? নীরব কেন? Dominion Home Rule আমরা

চাই। আমার কথা নয়—বোম্বাইএর পার্শী সভায় উক্ত কথা, শ্রীযুত গক্কিই বলিয়াছেন। Dominion HomeRule পেতে চাই সুতরাং আইন ছাড়া সে হোমরূল কি পাওয়া যায়? আইন যাদের হাতে তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে সে অধিকার পাওয়া সম্ভব কি? বৎসর যেতে না যেতে স্বরাজ চাই। চাই ত, বৎসর যাউক তাও ইচ্ছা করিনা। এই জীবনের সন্ধ্যাকালে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যদি দেখে যাই ভারতবাসী স্বাধীন হয়েছে মনে করব সার্থক জীবন ছিল, সার্থক মরা হল। এই মুহূর্ত্তে তাই চাই কিন্তু পাই কি করিয়া?

যদি শক্তি থাকত—যদি তেমন শক্তি থাকত জোর করে যদি নিতে পারতাম তাহ'লে—আবার জোর জুলুম ছাড়া হতনা তাও মুস্কিল—যদি তা হতে পারত যেতাম না তাদের কাছে। যদি দেশের সামরিক শক্তি জাগ্রত করা সম্ভব হত—যদি দেশের সামরিক প্রবৃত্তি এবং ক্ষাত্র বীর্যকে জাগ্রত সংহত করিয়া স্বরাজ পাওয়া যেত তা হ'লে তাদের কাছে যেতামনা। কিন্তু তাতে কি legitimate হ'তে পারে? কিন্তু কংগ্রেস বলছেন by legitimate and peaceful means বিধি সঙ্গত এবং শান্ত উপায়ে। এই বিধি কি moral law? Legitimate and peaceful means যাঁরা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে, সামাজিক আইনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত নিপুণ তাঁরা কি বলেন? Legitimate কি moral right or law? এটা কি

Universal law, territorial law or Govt. law ? Legitimate and peaceful means। দুইটা কথা আমার ৬০ বছরের অভিজ্ঞতায় যেটুকু ইংরেজী শিখেছি তাতে এই বুঝেছি যে legitimate means এ স্বরাজ পেতে হলে ইংরেজের আইন দ্বারা স্বরাজ পেতে হবে, এ সকল কথা বিবেচনা করে আমি এই প্রস্তাবের সমর্থন করি। যাঁরা এ সকল কথা বিবেচনা করবেন না তাঁরা প্রথম থেকেই বিসমোল্লায় গলদ বলে ইহা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য।

তারপর মহিলাদের আমরা ভোটের অধিকার দিতে চাই। এ কথাটা আমার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে হয়েছে। আমায় তাঁরা চেপে ধরেছেন, এ কি কথা মশাই, আপনি বলছেন কি ? আমাদের সমাজকে উল্টে দিতে চান ? আমাদের ঘর কন্না উল্টে দিতে চান। আমাদের পরিবারে বিলেতী প্রথা সঞ্চারের চেষ্টা করছেন ? রাজদ্রোহিতা প্রচার করে বুঝি আশা মিটলনা, এখন গৃহদ্রোহিতা প্রচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন ? আমি তাঁদের কথা ভাবছি। অনেক বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে একমত আছি। আমার আত্মীয় নিকটবন্ধু তিনি পর্য্যন্ত একথা বলেছেন তাই ভাবতে হল। ভেবে আমার মনে একটা প্রশ্ন হল এই যে স্বরাজ বলে জিনিষটা আমরা চাই এটা কি ? অপরের উপর রাজত্ব করবার শক্তি-তাই কি স্বরাজ ? আমি ইংরাজীতে ভাবছিলাম Do we want to get the power

to rule others or do we desire to secure for every member of the community the right to govern the common state ? এই হচ্ছে প্রশ্ন। যাঁরা বলেন আমরা রাজত্ব করতে চাই—আমি, মন্মথ বাবু, বীরেন বাবু, রামানন্দ বাবু, কৃষ্ণ বাবু—আমরা যদি একটা রাজা হ'তে চাই তা হ'লে বলব না, না আর কাউকে ভোট দিয়ে কাজ নাই। আমরা চাই, স্বরাজ,—স্ব এর রাজ স্ব শব্দটা কোন লিঙ্গ ? যদি সেটা, কেবল পুংলিঙ্গ হয় তা হ'লে স্বরাজ পুরুষের রাজ হয়, স্ত্রীলোকের তাহাতে কোন অধিকার থাকেনা। কিন্তু স্ব উভয় লিঙ্গ বাচক শব্দ সুতরাং স্বরাজ কথাটা যখন ধরেছি, মুখে নিয়েছি তখন স্ত্রীগণকে এই রাজ্য থেকে বাদ দেওয়া যায়না। আমি চাই স্বরাজ—আমার জন্য নয়, আমার পুত্র পৌত্রাদির জন্য নয়—আমার বন্ধু বান্ধবনের জন্য নয়। কিন্তু ভারতের যে বিরাট নর নারায়ণ,—যে নর নারায়ণের অন্তর্গত ভারতের অসংখ্য পুরুষ এবং অসংখ্য রমণী—এই যে বিরাট ভারত সমাজ—এই যে বিরাট ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রের অঙ্গ পুরুষ ও রমণী উভয়ে, যে রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলে, যে রাষ্ট্রের অংশ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সকলে, সে রাষ্ট্রে সকলের ধনী নির্দ্ধন নির্ব্বিশেষে, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে যার একটা সাধারণ বয়স হয়েছে অর্থাৎ মোটামুটী নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মতে নিজের ইচ্ছা সাধনে অধিকার

যার জন্মেছে এবং সকল সভ্যদেশের আইনে যাকে ২১ বৎসর মোটামুটী কাল বলিয়া নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন; স্বরাজ বলতে আমি বুঝি এই ভারত বর্ষের প্রত্যেক অধিবাসী যে ২১ বৎসরের অধিক বয়স প্রাপ্ত হয়েছে, সে মূর্খ হউক বিদ্বান হউক, সে মজুর চাষী হউক চণ্ডাল হউক পেরিয়া হউক, তার অধিকার চাই। দেশশাসনে যেমন রাজা মহা-রাজের চাই, যেমন উকিল মোক্তারের চাই তার অধিকার তেমনি চাই। যাঁরা বলেন মেয়েদের কাজ হচ্ছে তারা রান্না করুক, সন্তান প্রতিপালন করুক, মাতৃত্বের সার্থকতা লাভ করুক, আমি তাহাদিগকে প্রণাম করি এই জন্য যে মাতৃত্বের সার্থকতা স্ত্রীলোক করবে একথা যে বলে সে নমস্য কিন্তু তার সঙ্গে আর একটা কথা আসেনা কি? আচ্ছা মাতৃত্বের সার্থকতার জন্য মেয়েদের তা হলে লেখা পড়া শিখাবার দরকার কি? আর ছেলে-দের কথ শিখাতে পারলেই ত হয়, অথবা কি করে ছেলেদের প্রতি পালন করিতে হয় সে জন্য মেয়েদের লেখা পড়া শিখিবার প্রয়োজন, আজ-কাল সব প্রশ্ন উঠছে। আমরা ভাবছি এ সকলের সমাধান হয়ে গেছে। আমরা যখন বালক ছিলাম তখন ও এ প্রশ্ন উঠত, কেন মেয়েদের লেখা পড়া? মেয়েদের কি আত্মা আছে? কোন কোন প্রাচীন বলেন মেয়েদের আত্মা নাই। আমরা কি সেই প্রাচীনদের সহিত এক মত হইতে পারি? তাঁরা বলেন মেয়েদের আত্মা দেখাও! আত্মা বলে কি

কোন জিনিষ দেখেছ ? কিন্তু মেয়েদের যদি আত্মা থাকে তা হ'লে আত্মার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা তাদের দিতে হইবে। কর্ত্তব্য বা পেটের দায় যদি লেখা পড়া শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হয় তবে আমাদের মত লেখা পড়া মেয়েদের না শিখালেও পারি। লেখা পড়ার উদ্দেশ্য, ভগবান মানুষকে যে সমুদয় বৃত্তি দিয়াছেন সে সকল বৃত্তির স্ফুরণ। শিক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষকে মন দিয়েছেন বুদ্ধি দিয়েছেন—স্ত্রীকেও দিয়েছেন, পুরুষকেও দিয়েছেন। লেখা পড়া শিক্ষার ফল এই যে স্ত্রীলোক আপনাদের ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তোলেন, পুরুষ আপনাদের ব্যক্তিত্বকে সে বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা ফুটাইয়া তোলেন, এখন ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে স্ত্রীলোক পুরুষে কোন বেশকম আছে কি ? ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে উকিলে মক্কেলে প্রভু আর দাসে কোন বেশ কম আছে কি ? পিতাপুত্রে গুরু শিষ্যে কোন বেশ কম আছে কি ? বেশ কম আছে সমাজের কার্য্যে এবং শৃঙ্খলায়। ব্যক্তিত্বের ভূমিতে কোন বেশ কম নাই। সে বিধান দ্বারা পুত্র এক কাজ করে, পিতা আর এক কাজ করে, রাজা এক কাজ করে, রাজকর্ম্মচারী এবং প্রজারা আর এক কাজ করে। সমাজের ব্যবস্থায় প্রত্যেকের কর্ম্ম বিভিন্ন। কিন্তু ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ যেমন স্ত্রীর অধিকারে তেমনি পুরুষের অধিকারে, যেমন দরিদ্রের অধিকারে তেমনি ধনীর অধিকারে যেমন ব্রাহ্মণের অধিকারে তেমন চণ্ডালের অধিকারে। আর ব্যক্তির নিজত্ব যে পর্য্যন্ত স্ফুরিত না

হয় সে পর্য্যন্ত তার কিছুই অধিগত হয় নাই। ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের জন্য যে শিক্ষা তাহা কার্য্যকরী শিক্ষা, বার্ত্তিক শিক্ষা বা vocational শিক্ষা নহে। কিন্তু যে শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় সে শিক্ষা যেমন স্ত্রীলোকের তেমনি পুরুষের, যেমন ধনীর তেমনি নির্ধনীর; সমাজের সকলে সমান ভাবে পাবার অধিকারী। এই ব্যক্তিত্বের সার্থকতার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে সকল বিধান আছে রমণীরও সেসকল অধিকার পাওয়া কর্ত্তব্য।

স্বরাজ এখন নূতন কথা। প্রায় ৪০।৫০ বৎসর হইল এই সংকল্প করেছিলাম,—যৌবনের প্রথমে কতকগুলি সতীর্থের সঙ্গে—এই সংকল্প করে ছিলাম যে আত্মশাসন—তখনও স্বরাজ কথা উঠেনি আত্মশাসন একমাত্র বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট শাসন; অন্য কোন শাসনকে ধর্ম্ম সম্মত শাসন বলিয়া স্বীকার করিনা। এই যে শাসন এর অর্থ কি? বর্ত্তমান শাসন বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট শাসন না হইলেও সে সময়ে এই সংকল্প করিয়াছিলাম যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া এই গবর্ণমেণ্টের আইন কানুন মানিয়া চলিব। কথাগুলি এখনও মনে আছে—আর এই বৃদ্ধ বয়সে শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চারিত হয় যখন সেই কথা মনে হয়। কথাগুলি এই দুঃখ দারিদ্র্য দুর্দ্দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও এই গবর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিবনা—আর সে দিন সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে রমণীরা যাতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়

অধিকার প্রাপ্ত হন সে জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করব। সুতরাং এ কথা আমার পক্ষে নূতন নহে। যৌবনের প্রথমে যে উদ্দীপনা পাইয়াছিলাম—বাদ্ধক্যে তার অনুবর্ত্তন করে আজ আমি এ প্রস্তাবের সমর্থন করছি। স্বরাজ চাই—বাহিরের অভ্যুদয়ের জন্য নয়—বাহিরের অভ্যুদয় ত কাউ—ভক্তি মার্গের সাধক যখন ভগবানকে চান—সাধন করতে করতে তার বহুতর ঐশ্বর্য্য লাভ হয়,—সে ঐশ্বর্য্য কাউ,—সেই ঐশ্বর্য্য আপনি আসে সেদিকে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। তেমনি স্বরাজের যে সাধক, সে একনিষ্ঠ হয়ে স্বরাজ চাইবে—সাংসারিক অভ্যুদয় লাভের জন্য নহে। আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রেরণায় সে স্বরাজ চাইবে মুক্তি কামনায়, বহি মুক্তি সে সাধন করবে আত্ম মুক্তি সাধনের অবলম্বন ও গোপন রূপে। যে নিজের মুক্তিকে অগ্রাহ্য করে নিজের নিজত্বকে পদদলিত করে, বুদ্ধির অবমাননা বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে নিজের আত্মার দিকে দৃকপাত করেনা। তাহার মুক্তিলাভ হবেনা ভিতরে বাহিরে মুক্তি লাভ হবেনা, তাহা দ্বারা দেশের মুক্তি লাভও হবেনা। মুক্তি চাই, আমার মুক্তি চাই। আমার পরিবারের জনের মুক্তি চাই—আমার স্ত্রী কন্যা ভগিনীর মুক্তি চাই। আর স্বরাজ চাই এই জন্য,বাহিরে যদি আমার সাধনার প্রকাশ না হয় তবে এ মুক্তি আত্যন্তিক অন্তরের বস্তু হইয়া রহিবে। বাহিরে ভিতরে মুক্তি চাই—ভিতরে বাহিরে একত্রে মুক্তির পরিপূর্ণ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা

হবে তখন স্বরাজ হবে। মুক্তি আধ্যাত্মিক বস্তু। আমি যে মুক্তি কামনায় স্বরাজ চাই। স্বরাজ না পেলে যে নিজের ব্রহ্মত্ব, নিজের শিবত্ব অনুভব করেতে পারিনা।

"অহং দেবোন চান্যস্মি ব্রহ্মাস্মি নচ শোক ভাক্
সচ্চিদানন্দ রূপোমি নিত্য মুক্ত স্বভাব বান্"

এ মন্ত্র যদি আবৃত্তি করি আর পথে চলতে চলতে যদি অপরের শক্তি ও শাসনের ভারে নিষ্পিষ্ট হই তা হলে আমি যে দেবতা, আমি যে ব্রহ্ম, আমি যে নিত্য মুক্ত স্বভাববান তা কি আমি অনুভব করতে পারি? চাই বাহিরে মুক্তি. আমার মধ্যে ব্রহ্ম আছেন দেবতা আছেন যিনি নরনারায়ণ আমার মধ্যে তিনি আছেন যিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তাঁকে চাক্ষুস করবার জন্য প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তাহাকে উন্মুক্ত করে তাহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য স্বরাজ চাই। এ স্বরাজ কেবল ভিতরের বস্তু নহে—এ স্বরাজ রাষ্ট্রীয় স্বরাজ কেবল আধ্যাত্মিক স্বরাজ নহে। এ স্বরাজের সাধনা অন্তরে ও সমাজে। অন্তরে স্বাধীনতার বাসনা জাগ্রত করা, সমাজে স্বাধীনতার বাহ্য আশ্রয় ও মূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠা করা, এ স্বরাজ সকলের রাজ সমাজের প্রত্যেকের রাজ। যেমন পুরুষের তেমনি রমণীর এই স্বরাজে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেশের সমগ্র স্বকে অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যেক পুরুষকে ও প্রত্যেক রমণীকে তাহাদের দেশের শসান

ব্যবস্থার উপরে যথা সঙ্গত কর্ত্তৃত্ব ও অধিকার দিবে। যতদিন এটী না হইতেছে ততদিন ইংরেজ যেমন আমাদের স্বরাজ নয়, সেইরূপ কেবল পুরুষ রাজও স্বরাজ হইবেনা।

কলিকাতা।

গত ১৩ই আগষ্ট কলিকাতা নগরের নারীগণ ষ্টুডেণ্টস্ হলে সম্মিলিত হইয়া নারীর নির্ব্বাচনাধিকার দাবী করেন। শ্রীযুক্তা কামিনী রায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গত ২৩শে আগষ্ট থিওসোফিক্যাল সোসাইটী হলে কলিকাতাবাসী গণ্যমান্য ভদ্র মহোদয়গণ একটি মহতী সভা করিয়া নারীর নির্ব্বাচন অধিকারের দাবী সমর্থন করেন। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তাগণ নারীর অধিকার সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন।

ব্রিটিস ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতা মহিলাদের সভা।

গত সোমবার সন্ধ্যার সময় আর্ম্মিও নেভি চেম্বার্স‌এ ব্রিটিস ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত মহিলাদের এক সভা হইয়াছিল। নারীদের নির্ব্বাচনাধিকার পাওয়া উচিত কিনা, তাহাই আলোচ্য বিষয় ছিল। সভাস্থলে বহু ইংরেজ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালী মহিলার সংখ্যা

ও অনেক ছিল। শ্রীমতি কর্ণেলিয়া সোরাবজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন বাঙ্গালার নারীরা এমন কোন কর্ম্ম করেন নাই, যাহাতে তাঁহারা নির্ব্বাচনাধিকার পাইতে পারেন। বাঙ্গালার নারী অশিক্ষিত, তাহারা পর্দ্দার অন্তরালে বাস করে, সুতরাং তাঁহারা নির্ব্বাচনাধিকার লাভের যোগ্য নহেন।

লেডি অবলা বসু উহার প্রতিবাদ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন যে বাঙ্গালার নারীরা নানা প্রকার সৎকার্য্য করিতেছেন।

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে বাঙ্গালার নারীদিগকে নির্ব্বাচনাধিকার প্রদান করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভাকে অনুরোধ করা হউক।

ডাক্তার কুমারী বসন্ত কুমারী চৌধুরী ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীমতী আপসন, শ্রীমতী লতিকা ঘোষ, শ্রীমতী এলিয়ট, বেগম মোয়াজ্জিদজাদা শ্রীমতী এন, চৌধুরী প্রস্তাবের পোষকতা করেন। ডাওসিসান কলেজের মিস জ্যাকসন, ও মিস্ রবিনসন বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। বহু তর্ক বিতর্কের পর ভোট গ্রহণ করা হয়। ২৭জন প্রস্তাবের পক্ষে ও ২জন বিপক্ষে ভোট দেওয়াতে শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীমতী পার্সি ব্রাউন, শ্রীমতী এলিয়ট ও শ্রীমতী কারকড প্রভৃতি ৮ জন ইংরেজ মহিলা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন।

মুসলমান মহিলাদের সভা।

গত শনিবার ৮৬ লোয়ার সার্কুলার রোডে কলিকাতার মুসলমান মহিলাগণ নারীর নির্ব্বাচনাধিকার প্রশ্ন আলোচনার জন্য মিলিত হইয়াছিলেন।

বেগম নবাব বাহাদুর হাইদর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ মুসলমান পরিবারের মহিলাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বেগম সুলতানা মোয়াজ্জিদজাদা বলেন, মুসলমান নারীগণ পুরুষের সমান। মুসলমান ধর্ম্ম ইহাই বলেন। সুতরাং পুরুষকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, নারীকেও সেই অধিকার দিতে হইবে। তিনি প্রস্তাব করেন, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে পুরুষকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে নারীকেও সেই অধিকার দিতে মুসলমান রমণীগণ মন্ত্রী ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগকে অনুরোধ করিতেছেন। সভাস্থলে উর্দ্দু ও বাঙ্গলা বক্তৃতা হইয়াছিল। নারীগণ একবাক্যে ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

ব্রহ্মমন্দিরে নারীদের নির্ব্বাচন অধিকার বিষয়ক সভা।

কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে গত শনিবার নারীদের নির্ব্বাচনাধিকার সম্বন্ধে এক সভা হইয়াছিল। শ্রীমতী কামিনী রায় বি, এ

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী লতিকা ঘোষ, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, শ্রীমতী আপসন ও শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুত রজনীকান্ত গুহ সভানেত্রীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ময়মনসিংহ।

বিগত ৭ই ভাদ্র ময়মনসিংহ সূর্য্যকান্ত টাউন হলে ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচন অধিকার দাবী করিবার জন্য স্থানীয় মহিলাদিগের একটী সভা হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু গণ্য মান্য ও শিক্ষিতা মহিলা উপস্থিত হইয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম, এ, বি, এল, উকীল মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা সুধীরা মজুমদার সভানেত্রীর আসন পরিগ্রহণ করেন এবং সুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সভার উদ্দেশ্য এবং নারীগণের নির্ব্বাচন অধিকারের সারবত্তা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীযুক্তা প্রতিভা নাগ, বি এ কর্ত্তৃক উত্থাপিত শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী ঘোষ কর্ত্তৃক সমর্থিত ও শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীমণি গুপ্তা দ্বারা অনুমোদিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

ময়মনসিংহের মহিলাগণ প্রকাশ্য সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া এই নির্দ্ধারণ করিতেছেন

যে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে মহিলাদিগকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন করিবার যেরূপ অধিকার প্রদান করা হইয়াছে বাঙ্গলা দেশের নারীদিগকে ও ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচনে তদ্রূপ অধিকার প্রদান করা হউক এবং এই সভা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাকে এই প্রস্তাব সত্বর কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব শ্রীযুক্তা ইন্দুপ্রভা চৌধুরী, বি, এ উত্থাপন করিয়া বলেন যে উপরোক্ত প্রস্তাবের প্রতিলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মহাশয়ের নিকট এবং সংবাদ পত্রাদিতে প্রেরিত হউক। শ্রীযুক্তা সুপ্রভা সান্ন্যাল ও শ্রীযুক্তা বিরাজ মোহিনী দাস যথাক্রমে এই প্রস্তাবের সমর্থন ও অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের পত্নী, শ্রীযুক্তা সুধীরা মজুমদার, শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী গুহ শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী ঘোষ, শ্রীযুক্তা অন্নদাসুন্দরী বিশ্বাস, শ্রীযুক্তা কোকিলা সুন্দরী রায়, শ্রীযুক্তা শশীপ্রভা গুপ্তা, শ্রীযুক্তা আশালতা বানার্জ্জি, শ্রীযুক্তা প্রতিভা নাগ, বি, এ, শ্রীযুক্তা বীণাপানি মিত্র, শ্রীযুক্তা লক্ষীমণি গুপ্তা লেডি ডাক্তার, শ্রীযুক্তা ইন্দুপ্রভা চৌধুরী, বি, এ, শ্রীযুক্তা সুপ্রভা সান্ন্যাল, শ্রীযুক্তা বিরাজমোহিনী দাস ও মিসেস্ পরমেশ প্রসন্ন রায় প্রভৃতি হিন্দু, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান সমাজের

মহিলাগণ ও কতিপয় ইংরাজ মহিলা সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে ও শেষে কয়েকটী বালিকা দ্বারা দুইটী সংগীত গীত হইয়া সভার কার্য্যে মধুরতা সম্পাদিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত গত ২১শে আগষ্ট পাবনা নগরে হিন্দু সমাজের নেতা রায় বাহাদুর প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে পাবনার শতাধিক হিন্দু মহিলা মিলিত হইয়া নারীর অধিকারের দাবী করিয়াছেন।

গত ১৯শে আগষ্ট দার্জ্জিলিঙ্গে শ্রীযুক্তা মৃণালিনী সেনের নেতৃত্বে বহু হিন্দু মহিলা একত্রিত হইয়া নারীর নির্ব্বাচনাধিকার দাবী করেন।

গত ২১শে আগষ্ট নীলফামারী সহরের হিন্দু মহিলাগণ একটী সভা করিয়া নারীর অধিকার প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী সেন গুপ্তা সভা নেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

গত ২১শে আগষ্ট বগুড়া বালিকা বিদ্যালয় গৃহে তথাকার নারীদিগের একটী সভা হইয়াছিল। সভায় ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, ডাক্তার ও অন্যান্য বহু ভদ্র লোকদের পত্নীগণ উপস্থিত হইয়া নারীর নির্ব্বাচন অধিকার দাবী করিয়াছেন।

গত ১৮ই আগষ্ট কিশোরগঞ্জের মহিলাগণ সভা করিয়া নির্ব্বাচনাধিকার প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা অবলা বিশ্বাস সভা নেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী আলেকান্দ্রো খাতুন নারীর নির্ব্বাচনাধিকার সমর্থন করেন।

গত ২১শে আগষ্ট চট্টগ্রাম সহরে বহু মহিলা সভা করিয়া নির্ব্বাচনাধিকার দাবী দিয়াছেন।

ঐ দিন টাঙ্গাইলে নারীগণের একটি সভা হইয়াছিল। সবডিভিসনাল অফিসারের পত্নী শ্রীমতী শৈলবালা দেবী সভা নেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গত ২৩শে আগষ্ট রাইগঞ্জ দিনাজপুরে এবং ২০শে আগষ্ট কাকিনা রংপুরে বহু মহিলা সম্মিলিত হইয়া নারীর নির্ব্বাচনাধিকার দাবী করিয়াছেন।

সমাজের নানাবিধ কল্যাণের জন্য নারীর নির্ব্বাচন অধিকার লাভ নিতান্ত প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি এই দাবী ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীগণের এই প্রচেষ্টার উপর বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ তাঁহারা অতি ধীরভাবে এই বিষয় চিন্তা করুন এবং মাতৃ জাতির প্রতি আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ধন্য হউন।

বঙ্গীয় নারী সমাজ।

—:•:—

সম্পাদকদের সভা।

গত শুক্রবার সায়ংকালে কলেজ স্কোয়ার ইুডেন্টহলে বঙ্গীয় নারী সমাজ এক সান্ধ্য সম্মিলনের অধিবেশন করেন। এই সম্মিলনে কলিকাতার ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ আহূত হইয়াছিলেন। বঙ্গের নারীরা ভোটদানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে স্বদেশসেবার অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত হন বঙ্গীয় নারী সমাজের শ্রীমতী কামিনী রায়, শ্রীমতী কে, পি, গুপ্ত, লীলাবতী মিত্র, মৃণালিনী সেন, ডি, জি, আপসন, ডাক্তার কুমারী বসন্ত কুমারী চৌধুরী, শ্রীমতী বি, এ, নাগ, কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলি, বাসন্তী মিত্র শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, কুমারী নাগ প্রভৃতি তজ্জন্য বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়াছেন।

নারীদের এই ন্যায়ানুমোদিত চেষ্টায় সহানুভূতি জ্ঞাপন জন্য বেঙ্গলীর বাবু শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতীর বাবু হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, হিন্দুস্থানের বাবু ললিত মোহন গুপ্ত, ডেইলীনিউজের বাবু অমল হোম, স্বরাজের বাবু নরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিজিনেসের মিঃ খন্দকর, অমৃতবাজারের মিঃ রায়, ইংলিশম্যানের মিঃ সেন, ষ্টেটসম্যানের মিঃ ঘোষ, এসোসিয়েটেড প্রেসের মিঃ বীরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বজলী সম্পাদক প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

বেহার বা স্থাপক সভার সভ্য বাবু দেবকী প্রসাদ সিংহ এই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার অন্যতম বিশিষ্ট সভ্য কুমার শিব শেখরেশ্বর রায়, সখওয়াৎ মেমরিয়াল বিদ্যালয়ের শ্রীমতী আর, এস, হুসেন শ্রীমতী ষাওয়াজিদ জাদার সহানুভূতি মূলক পত্র এই সভার পঠিত হয়।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সহিত বঙ্গীয় নারী সমাজের সভ্যদের আলাপ পরিচয়ের পর নারীর নির্ব্বাচনাধিকার সম্বন্ধে আলোচনা হয়। নারী সমাজ জলযোগের সুন্দর আয়োজন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হয়।

MAHOMEDAN LADIES' SUPPORT.

In connection with a deputation Mrs. Kumudini Bose, Secretary Bangiya Naree Samaj received the following two letters from Mrs R. S. Hossain of the Sakhawat Memorial Girls School and Begum Sultan Muwajid-zada which were read to Sir Surendra Nath.

Mrs. Hossain wrote :—I am very sorry that I am unable to accompany the deputation which will wait on Sir Surendra Nath Banerjee to-day, as I connot leave my school at that time Please inform him that we the Moslem ladies—have the fullest sympathy with the Woman Franchise in Bengal and urge upon the Ministers and the Councillors to confer on us the right of Franchise.

The Begum Sultan wrote :—' I am extremely sorry that I am unable to

accompany the deputation to meet the Hon. Sir Surendra Nath Banerjea to-day. But I am in fullsympathy with the movement for the extension of franchise to the women of Bengal and I think it is incumbent upon us to urge the Ministers to do justice to our neglected cause. I have reasons to believe that the women of my community are of the same opinion that I hold and I am sure they would give their whole-hearted support to this movement."

WOMEN AND VOTES.

TO THE EDITOR OF 'THE ENGLISHMAN'

Sir,—I read in to day's paper with great pleasure that Mr. S. M. Bose is going to move in the Council that franchise be given to all literary women of Bengal; but on the other side I am sorry to read that Rai Jogindra Nath Ghosh Bahadur is going to amend the resolution on the ground that women who have passed the Matriculation examination of the Uni-

versity be given franchise. I fear that this act on the part of Rai Bahadu will not please the women of Bengal especially the Mahomedan women, who are not in favour of going to the schools and colleges but of studying at home.—Yours, etc.,

BEGUM H. SOBHAN.

"Lichikoti," Hooghly, Aug., 27

WOMAN SUFFRAGE

MESSAGE OF WOMEN'S INDIAN ASSOCIATION.

The following telegrams were received by Mrs. Kumudini Basu, Secretary of the Bangiya Naree Samaj from Mrs. Jinarajdasa Cousins, Secretary, Women's Indian Association, Madras :—Convey to the mover of the suffrage resolution the following message Women's Indian Association consisting of fifty branches storngly supports your resolution to enfranchise the Bengal Women. Women suffrage popular in Madras, Bombay Presidency. Enfranchised women demand equal political recognition of Bengal

sisters. Sex disqualification is contrary to Indian thought and past tradition Wish success to your effort Remove it."